যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

আবার সেশনজট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ছাত্র এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও উদ্বিগ্ন। গত ২৪ জুলাই গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ডাকা ধর্মঘটের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের পূর্বনির্ধারিত ৩২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইহার রেশ কাটিবার আগেই ছাত্রদল উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগ, হলগুলিতে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, প্রতি হলে তল্লাশি এবং বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া দিবার দাবিতে ২৯ মে হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। এই ধর্মঘট চলিতে থাকিলে ২৯ জুলাই হইতে ৯ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ৪৬টি বিভাগের ১১৫টি পরীক্ষার ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী আবার কবে পরীক্ষা দিতে পারিবে তাহা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হইতেছে না। এই চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনও উদ্যোগ সফল হইতেছে না। উপাচার্য আজাদ চৌধুরী ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি জানাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইহার ফলাফল কী হইয়াছে তাহা আমরা জানি না।

বিগত সরকারের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিবার সময় হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরিয়া অনিশ্চয়তার কালো মেঘ জমিতে শুরু করিয়াছিল। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল লইয়া এই অশান্তির আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনও ধর্মঘটের ইহাই যে মূল কারণ তাহা কাহারও অজানা নহে। বিদায়ী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ বাহুবলে বলীয়ান হইয়া ছাত্রদলকে হলসমূহের দখল হইতে হটাইয়া দিয়াছিল। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্রদল আবার হারানো দখল ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে। ইহার সহিত অন্য যে সকল দাবি যুক্ত হইয়াছে সেইগুলি গৌণ বলিয়া আমরা মনে করি।

বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের দাবি এবং পাল্টা দাবির বিতর্কে আমরা যাইতে চাই না। আমাদের উদ্বেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতি লইয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের যতই অভিযোগ থাকুক একটি বিষয় স্বীকার করিতে হইবে যে, দীর্ঘ সময় পর এই আমলে বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজট মুক্ত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কথায় কথায় ধর্মঘটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হইয়া পড়ার সংস্কৃতিও ক্যাম্পাস হইতে বিদায় লইয়াছিল। এই আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিকভাবে ক্লাস হইয়াছে, নির্ধারিত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিয়াছে এবং পরীক্ষাগুলিও অনুষ্ঠিত হইয়াছে যথানিয়মে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতিবাচক ভাবমূর্তি যে কিছুটা হইলেও উজ্জ্বল হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার পরেও কর্তৃপক্ষের সকল পদক্ষেপ সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল তেমন কথা আমরা বলিব না। ছাত্ররা তাহাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতে পারিবে না, তেমন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পোষণ করি না। আমরা শুধু বলিব, বহু পরিশ্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে; দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করিতে গিয়া আবার যেন এই বিড়ম্বনাকে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইবে না।